দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 17 FEB 2012
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৫ ...

# এর নাম সরকারি পাঠাগার

## ঘর আছে তো বই নেই, বই আছে তো জনবল নেই

■ শ্যামল সরকার ও মুন্না রায়হান

দেশের অর্ধশতাধিক সরকারি পাঠাগার সাধারণ পাঠকের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হচ্ছে। ঘর আছে তো বই নেই। বই আছে তো পাঠক নেই। পাঠক থাকলেও তাদের মনের মতো সরকারি বই নেই। এ অবস্থায় চলছে এসব পাবলিক লাইব্রেরি। বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত লাইব্রেরির অধিকাংশ চলছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে।

পাঠভ্যাস তৈরি, আনুষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিতদের পাঠের সুযোগ তৈরি করা এবং দক্ষ মানব সম্পদের উন্নয়নের লক্ষ্যে পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়। সরকারের ভাবনা-চিন্তার সঙ্গে পাঠকের ভাবনা-চিন্তার বিস্তর ফারাক থাকায় এ উদ্দেশ্য অর্জন ব্যর্থ হচ্ছে বলে পাঠক আফরিন সুলতানার অভিমত। তিনি প্রথম প্রথম রাজধানী ঢাকার জাতীয় গণগ্রন্থাগারে যেতেন কিন্তু কিছুদিন হল যাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। কারণ তিনি যে ধরনের বই পড়তে লাইব্রেরিতে যান, তা পাওয়া যায় না। তার দেয়া বিবরণ মতে এখানে বিভিন্ন সময়ের সরকার প্রধান, মন্ত্রী, নেতা-উপনেতা, সচিবের লেখা ইতিহাস-ধর্মী বইয়ে ঠাসা। আছে কিছু উপন্যাস, গল্প, কবিতা, ছড়ার বই। কিন্তু যেসব শিক্ষার্থীর বই কেনার সামর্থ্য নেই, তারা পাঠাগারে সেসব বই পড়তে যান কিন্তু তেমন বই পাওয়া যায় না। এ ছাড়া সরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত পাঠাগারে পড়াশুনা করার মতো পরিবেশ নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে। বিজ্ঞান বা গবেষণামূলক বইয়ের অভাব বেশি।

মতামত দিতে গিয়ে সাবেক সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং বর্তমানে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব হেদায়েতুল্লাহ আল মামুন বলেন, আনুষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিতদের বই পড়ার সুযোগ করে দেয়ার উদ্দেশ্য ছাড়াও দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন, নিয়মিত বিদ্যা চর্চার সুযোগ, সর্বোপরি সুস্থ জীবন গঠনের লক্ষ্যে পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়। তিনি মনে করেন, সকল পাঠাগারে সকল শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা উচিত। জানতে চাইলে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন) মো. মোশাররফ হোসেন বলেন, দেশে ৫৮টি লাইব্রেরি সরকারি পৃষ্ঠা ২৩ কলাম ৪

সপ্তাহের বিশেষ
**প্রতিবেদন**

- বিভিন্ন আমলের মন্ত্রী-সচিবদের লেখা বইপত্র বেশি
- গবেষণামূলক ও বিজ্ঞান বিষয়ক বইয়ের অভাব
- পড়ার পরিবেশেরও অভাব আছে



## এর নাম সরকারি পাঠাগার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে রংপুর বাদে ছয় বিভাগীয় শহরে ছয়টি, এ ছাড়া ঢাকায় দুটি, রাজশাহী ও ময়মনসিংহে একটি করে উপ-পাঠাগার রয়েছে। ইতিমধ্যে প্রায় সব জেলা শহরের লাইব্রেরির নতুন অবকাঠামোর উন্নয়ন করা হয়েছে। শুধু গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, কুষ্টিয়া, বরগুনায় জমি সংক্রান্ত বিরোধের কারণে নতুন পাঠাগার করা যায়নি।

পাঠাগারগুলোতে বসে বই পড়া এবং বাড়ি নিয়ে গিয়ে বই পড়ার সুযোগ রয়েছে বলে জানান এই যুগ্ম সচিব। পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ বা মানুষের চাহিদা অনুযায়ী বই নির্বাচন করে পাঠাগারগুলোতে দেয়া হয় কি না-এই প্রশ্নের জবাবে তিনি কোন মন্তব্য করতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, গত কয়েক বছর ধরে পাঠাগারগুলোতে যেসব বই সরবরাহ করা হচ্ছে তা সংস্কৃত বিষয়ক মন্ত্রণালয় বাজার থেকে কিনে থাকে। বই কেনার এই প্রক্রিয়াটাই পাঠাগারগুলোতে ভালোমানের বই রাখার পথে প্রধান অন্তরায়। এই প্রক্রিয়ার কারণেই সরকারি বা সরকারি মহলের সঙ্গে ঘনিষ্ট লেখকদের বই কেনা হয় প্রতিবছর।

বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত পাঠাগারগুলোর জন্য তেমন কোন সরকারি সহায়তা নেই। বছর বছর ৫০ হাজার টাকার সর্বোচ্চ অনুদান দেয়া হয়। তাও যাদের বেশ প্রভাব আছে, তারা পায়। এ টাকার মধ্যে ২৫ হাজার টাকার বই দেয়া হয় যার মান নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। বাকি ২৫ হাজার টাকা দেয়া হয় আসবাবপত্র তৈরি করতে।

জাতীয় গ্রন্থাগারের মহাপরিচালক কবি রফিক আজাদ বলেন, মন্ত্রণালয় থেকে যখন বই কেনার আদেশ পাওয়া যায় তখন কেনা হয়। আর এটির প্রক্রিয়া শেষ করতে সত্যিই একটি বছর পার করে দেয়া হয়। কতদিন এ অবস্থা চলবে তা বলা যায় না।

**খুলনা বিভাগীয় গণগ্রন্থাগার:** বিভাগীয় সরকারি গণগ্রন্থাগারটিতে হরেক রকমের বই থাকলেও এইচএসসি, অনার্স ও মাস্টার্স ক্লাসের শিক্ষার্থীদের চাহিদা মেটাতে পারছে না। মহানগরীর বয়রা এলাকায় খুলনা-যশোর সড়কের পার্শ্ববর্তী এবং খুলনা সরকারি মহিলা কলেজের সন্নিকটে বিশাল এই গণগ্রন্থাগারের অবস্থান।

খুলনা সরকারি মহিলা কলেজ, সরকারি বিএল কলেজ, পাবলিক কলেজ, মডেল স্কুল এন্ড কলেজসহ বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা জানান, গণগ্রন্থাগারে প্রয়োজনীয় বই মেলে না। যে বই পাওয়া যায় তাও পুরানো। অনেক সময় বইয়ের পাতা ব্লেড দিয়ে কাটা অথবা ছেঁড়া পাওয়া যায়। গণগ্রন্থাগারটিতে দিন দিন পাঠকের সংখ্যা বাড়লেও বাড়েনি জনবল। কর্মকর্তা-কর্মচারীর ১৮টি পদ থাকলেও বর্তমানে একজন কর্মকর্তাসহ চারটি পদ খালি রয়েছে।

**বরিশাল গণগন্থাগার:** বিভাগীয় গণগন্থাগারে প্রায় অর্ধ লক্ষ বই থাকলেও আগের মত বই পড়ার মানুষ নেই। জনবল সংকট তো আছেই। ২০০৬ সালে বিএম কলেজের সামনে ৪তলা ভবনের গণগ্রন্থাগার নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়। এ ভবনের নিচতলায় চলছে অফিসিয়াল কার্যক্রম। দ্বিতীয় তলায় শিশু পাঠকদের জন্য উপযোগী বইপত্র পড়তে কিছু সংখ্যক শিশু সেখানে আসে। তৃতীয় তলায় সকল শ্রেণীর পাঠকের জন্য নানান ধরনের বই এবং ৪র্থ তলায় পত্র-পত্রিকা রয়েছে। ক্রয় করা হয় না বলে অভিযোগ রয়েছে। বিভাগীয় গন্থাগার গুলো এককভাবে স্থানীয় পাঠকের চাহিদা অনুযায়ী বই ক্রয় করতে পারেন না।

গ্রন্থাগারের সহকারী পরিচালক মো: শওকত আলী জানান, ১৭ জন লোকবলের মধ্যে ১৩ জনকে দিয়ে গ্রন্থাগারটি পরিচালিত হচ্ছে। সুইপার থাকার কথা থাকলেও তা নেই। বই বাইন্ডার, পিয়ন, ইলেকট্রিশিয়ান, চেকার, ডাটা এন্টিকারক, লাইব্রেরিয়ানসহ বিভিন্ন পদ সৃষ্টি না হওয়ায় দেখভাল করার লোক পর্যন্ত নেই। লাইব্রেরিয়ান পদটি ২০০৮ সালের অক্টোবর মাস থেকে শূন্য। ডেপুটেশন এর নিয়ম না থাকলেও পাঠকক্ষ সহকারী মাদারীপুরের বাসিন্দা আয়শা সিদ্দিকা ডেপুটেশনে মাদারীপুর রয়েছেন। বেতন তুলছে বরিশাল গণগ্রন্থাগার থেকে। পাঠকক্ষ সহকারীর অপর পদটি শূন্য। একমাত্র হিসাব রক্ষক ঢাকার বাসিন্দা সারওয়ার মোর্শেদ ২০০৯ সালের ৯ জুলাই থেকে ডেপুটেশনে ঢাকার প্রধান কার্যালয়ে রয়েছেন। নিরাপত্তা কর্মী না থাকায় সরকারি আসবাবপত্র মাঝে মাঝে চুরি হয়ে যাচ্ছে।

**কুষ্টিয়া পাবলিক লাইব্রেরি:** কুষ্টিয়ার শতবর্ষের ঐতিহ্যবাহী পাবলিক লাইব্রেরিটি দীর্ঘকাল যাবত সংস্কারের ছোঁয়া লাগেনি। পরিচালনা কমিটির সঠিক তদারকি না থাকায় লাইব্রেরিটি নানা সমস্যায় জর্জরিত। পাঠকদের চাহিদা পূরণ করতে না পারায় শিক্ষার্থীসহ পাঠকরা লাইব্রেরিতে আসতে অনেকটা আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন। পাঠকের পদচারণায় মুখরিত এককালের এই লাইব্রেরিটি বর্তমানে পাঠকশূন্য ও শ্রীহীন হয়ে পড়েছে।

১৯১০ সালে শহরের নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা সড়ক সংলগ্ন থানাপাড়া এলাকায় পাঁচতলা ফাউন্ডেশনের দ্বিতল ভবনে কুষ্টিয়া পাবলিক লাইব্রেরিটি স্থাপন করা হয়। দীর্ঘকাল ভবনের কোন সংস্কার হয় না হয়। ফলে দরজা-জানালা নড়বড়ে হয়ে গেছে, ছাদের নিচের দিকের প্লাস্টার খসে পড়ছে। নাইটগার্ড ও অপর দুই কর্মচারীকে মাসিক মাত্র ৫শ' টাকা বেতন দেয়ায় তারা মানবেতর জীবন-যাপন করছেন। কমিটির কর্মকর্তাদের কাছে বেতন বাড়ানোর আবেদন করেও কোন ফল হচ্ছে না বলে তারা জানান। লাইব্রেরীয়ান শাহজাহান আলী জানান, প্রতি বছর সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় থেকে মাত্র ১৫ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়া হয় এবং জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র থেকে ১৫ হাজার টাকার বই সরবরাহ করা হয়। যা প্রয়োজনের তুলনায় একবারেই কম। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র তাদের ইচ্ছা ও পছন্দমত ১৫ হাজার টাকার বই সরবরাহ করে তবে সেগুলো পাঠকদের খুব বেশি উপকারে আসে না।

**নওগাঁ জেলা গণ-গ্রন্থাগার:** নওগাঁর জেলা গ্রন্থাগারে নেই পাঠকের চাহিদা মত বই। নতুন সরকারি ভবন হয়েছে, কিন্তু আসবাবপত্র সংকট ও লোকবল আগের মতই রয়ে গেছে। লাইব্রেরি সহকারী দেওয়ান শামসুল হুদা জানান, পর্যাপ্ত সংখ্যক বই না থাকলেও, ডিউই ডিসিমেল ক্লাসিফিকেশন (ডিডিসি) অনুসারে সবধরনের বই এখানে রয়েছে।

**লক্ষীপুর গণগ্রন্থাগার:** লক্ষীপুর গণগ্রন্থাগারটি ১৯৯৪ সালে উদ্বোধন করা হয়। লাইব্রেরিয়ান, সহকারী লাইব্রেরিয়ান, পিয়ন ও নাইটগার্ডসহ ৪ জনের জনবল দিয়ে শুরু হয় এর কার্যক্রম। পরে বদলিজনিত কারণে লাইব্রেরিয়ান ও নাইটগার্ডের পদ শূন্য হয়ে পড়ে। এরপর তা আর পূরণ হয়নি। সরকারের দেয়া ২টি কম্পিউটার, ১টি ফটোকপি মেশিন অপারেটরের অভাবে অবহেলায় নষ্ট হতে চলেছে।

পাঠক শ্যামলী ভৌমিক জানান, সময় পেলেই গ্রন্থাগারে এসে বিভিন্ন বই ও পত্রিকা পড়েন তিনি। লক্ষীপুর সরকারি কলেজের একাদশ শ্রেণীর ছাত্র মাহাথির মোহাম্মদ জানান, লাইব্রেরীতে বিজ্ঞান, প্রবন্ধ ও কিশোর উপযোগী বই দরকার।

**ময়মনসিংহ গণগ্রন্থাগার:** জেলা সরকারি গণগ্রন্থাগারটি নিয়ে পাঠকদের নানা অভিযোগের অন্ত নেই। ময়মনসিংহ শহরের ছোট বাজার থেকে সার্কিট হাউস সংলগ্ন এলাকায় নিজস্ব ভবনে গ্রন্থাগারটি স্থানান্তরিত হলেও নানা সমস্যা এখনো বিরাজমান।

সম্প্রতি গণগ্রন্থাগারটিতে সরেজমিনে গিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও নিয়মিত পাঠকের সাথে কথা বলে জানা গেছে, বই পড়ার জন্য কোন সাধারণ পাঠ কক্ষ নেই। সেমিনার কক্ষে চলছে সাধারণ পাঠ কক্ষের কাজ। শিশু কক্ষ বরাদ্দ থাকলেও জনবলের অভাবে শিশু কক্ষটি চালু করা হয়নি। রয়েছে জনবল সংকট, বই সংরক্ষণের জন্য নেই পর্যাপ্ত বুক সেলফ। লাইব্রেরিয়ান পদে ফাতেমা খাতুনের নিয়োগ দেয়া থাকলেও তিনি ডেপুটেশনে ঢাকায় কর্মরত রয়েছেন।

লাইব্রেরির নিয়মিত পাঠক ড. সারোয়ার অভিযোগ করে বলেন, চাহিদা অনুযায়ী বই সরবরাহ করা হয় না। ক্যাটালগ অনুযায়ী বই নেই। আবার বই আছে তা ক্যাটালগে উল্লেখ নেই। গ্রন্থাগারে শেক্সপিয়ার ও রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের মতো বিশ্বমানের লেখকের বই রয়েছে গুদামজাত অবস্থায়।

ময়মনসিংহ জেলা সরকারি গণগ্রন্থাগারটির সহকারী লাইব্রেরিয়ান মো. শহিদুল ইসলাম নানা সমস্যার কথা স্বীকার করে বলেন, ৭ জন জনবলের পরিবর্তে কর্মরত রয়েছেন মাত্র ৪ জন।

**ঝালকাঠি গণগ্রন্থাগার:** ১৯৮৪ সালে ঝালকাঠি জেলায় গণগ্রন্থাগারের যাত্রা শুরু। প্রতিদিন প্রায় দুইশত পাঠক নিয়মিত এখানে জ্ঞান চর্চা করতে আসেন। কিন্তু পাঠের পর্যাপ্ত জায়গা না থাকায় পাঠকদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ইতিপূর্বে পাঠক রেজিস্টার ব্যবহার করা হলেও প্রায় তিন বছর ধরে অজ্ঞাত কারণে তা বন্ধ। গ্রন্থাগারে ১ জন জুনিয়র লাইব্রেরিয়ান, ১ জন সহকারী লাইব্রেরিয়ান, ১ জন পিয়ন ও নাইট গার্ড ও ১ জন ঝাড়ুদারের পদ থাকলেও জুনিয়র লাইব্রেরিয়ানের পদ দীর্ঘ দিন খালি। গ্রন্থাগারের জন্য নতুন ১২শ' বই বরাদ্দ পাওয়া গেলেও সেগুলো এখনো পৌঁছায়নি। জেলার একমাত্র এই গণগ্রন্থাগারটির টয়লেট ব্যবহারের অনুপযোগী।

**নোয়াখালী গণগ্রন্থাগার:** জেলার সরকারি গণগ্রন্থাগারটি বিভিন্ন রকমের বইয়ে সমৃদ্ধ হলেও পাঠকদের অভিযোগ, অধিকাংশ বই-ই পুরনো সংস্করণের। নোয়াখালী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অনার্স গণিত ২য় বর্ষের ছাত্র সাইফুল ইসলাম অভিযোগ করেন, সাধারণ জ্ঞান ও বিজ্ঞান ভিত্তিক নতুন সংস্করণের কোনো বই এ গ্রন্থাগারে নেই, যা আছে পুরনো সংস্করণে। নতুন সংস্করণের বই সরবরাহ করা হলে শিক্ষার্থী ও পাঠক উপকৃত হবেন বলে তিনি জানান।

জেলা শহর মাইজদীর সোনাপুরে সরকারি এই গণগ্রন্থাগারটির অবস্থান। ১৯৪৮ সালে জেলা শহর মেঘনা নদী গর্ভে বিলীন হবার পর ব্রিটিশ আমলে প্রতিষ্ঠিত এই সরকারি গণগ্রন্থাগারটি নোয়াখালী জেলা পরিষদ ভবনে স্থানান্তর করা হয়। গত বছরের মার্চে এ ভবনে স্থায়ীভাবে এ গ্রন্থাগারটি স্থানান্তর করা হয়েছে। বর্তমানে এ গ্রন্থাগারে ২২ হাজার ৫৪৮টি বই রয়েছে।

প্রতিবেদন তৈরিতে সহযোগিতা করেছেন খুলনা প্রতিনিধি রেজাউল করিম, বরিশাল প্রতিনিধি লিটন বাগার, লক্ষীপুর প্রতিনিধি আবদুল মালেক, নওগাঁ প্রতিনিধি সলিমউদ্দিন, কুষ্টিয়া প্রতিনিধি মোস্তাফিজুর রহমান মঞ্জু ময়মনসিংহ প্রতিনিধি শেখ মহিউদ্দিন আহাম্মদ, ঝালকাঠি প্রতিনিধি মোঃ শফিউল ইসলাম সৈকত এবং নোয়াখালী প্রতিনিধি আলমগীর ইউসুফ।